FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা - ভূমিকা

এটি চিন্তা, বিবেক, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার বিষয়ক ধারাবাহিক আটটি উপস্থাপনার প্রথম উপস্থাপনা। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার আওতাভুক্ত মানবাধিকারগুলো কী কী এবং এই অধিকারগুলোর মাধ্যমে কাদেরকে এবং কী কী বিষয়কে সুরক্ষিত করা হয়েছে সেসব বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক! ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার মানবাধিকারের মাধ্যমে কোন কোন ধর্মকে সুরক্ষিত করা হয়েছে?
আপনার কি মনে হয়, পৃথিবীর বড় ধর্মগুলোই শুধু এই মানবাধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত?
নাকি ছোট ও অপ্রচলিত ধর্মসহ সব ধর্মই?
অথবা সম্ভবত সব ধর্ম ও সব ধরনের বিশ্বাস?

আসলে প্রশ্নটিই জটিল? প্রশ্নটি ছিল- কোন কোন ধর্মগুলো সুরক্ষিত? মানুষ অনেক সময় মনে করে, ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা ধর্ম ও বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখে, কিন্তু বাস্তবে তা বুঝায় না! অন্যান্য সমস্ত মানবাধিকারের মত ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাও মানুষকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে, কিন্তু তাদের ধর্ম বা বিশ্বাসকে নয়।

যারা প্রাচীন অথবা নতুন ধর্ম, নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রচলিত কোনো ধর্ম এবং নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রচলিত নয় এমন ধর্ম বিশ্বাস করেন অথবা চর্চা করেন সেই সব মানুষকে ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা সুরক্ষা দিয়ে থাকে। মৌলিক প্রশ্নে যারা ধর্ম বিশ্বাসী নন যেমন, নিরীশ্বরবাদী, মানবতাবাদী বা শান্তিবাদী তাদেরকেও সুরক্ষা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা কোন দেশের নাগরিক তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

এমনকি ধর্ম বা বিশ্বাস নিয়ে যারা একেবারেই মাথা ঘামান না তাদেরকেও ধর্ম এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

অন্যভাবে বললে, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা সবাইকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে! প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের কী কী সুরক্ষা বা অধিকার রয়েছে? সে সম্পর্কে জানতে আমাদের মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র এবং চুক্তিগুলো দেখা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি হচ্ছে:

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৮ এবং

জাতিসংঘ ঘোষিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৮।

জাতিসংঘ গৃহীত দলিলপত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় এবং জাতিসংঘ ঘোষিত চুক্তি ও সনদগুলো আইনগতভাবে বাধ্যকর। এখন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির বিষয়বস্তুর দিকে একটু দৃষ্টি দেই।

অনুচ্ছেদ ১৮

১. প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে এককভাবে অথবা অন্যের সাথে সম্প্রদায়গতভাবে নিজের পছন্দমত কোনো ধর্ম অথবা বিশ্বাস পোষণ করা বা গ্রহণ করার অধিকার এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ধর্ম পালন, অনুশীলন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার ধর্ম অথবা বিশ্বাস প্রকাশ করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. কাউকে এমন কোনো বাধ্যতার অধীন করা যাবে না যার ফলে নিজের পছন্দমত ধর্ম বা বিশ্বাস পোষণ বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

৩. কোনো ব্যক্তির ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কেবল আইনের দ্বারা নির্ধারিত এমন সব বাধা-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে যেগুলো জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যান্যের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবশ্যক।

৪. এ চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষগুলো অঙ্গীকার করছে যে, এরা মাতাপিতা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে আইনসঙ্গত অভিভাবকদের স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাস্তবে মানুষের সুরক্ষা বলতে কী বুঝায়? আমাদের কী কী অধিকার রয়েছে? এখন ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত অধিকারগুলোর আওতাভুক্ত সাতটি বিষয়ের কথা বলব:

প্রথম দু'টি বিষয় ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের মূল ধারণাকে প্রকাশ করে:

- *ধর্ম বা বিশ্বাস পোষণ করা, বেছে নেওয়া, পরিবর্তন করা বা ত্যাগ করার স্বাধীনতা এবং*
- *ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চা করা বা প্রকাশ করার স্বাধীনতা।*
- *এছাড়াও আমাদের রয়েছে ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ থেকে সুরক্ষা এবং*
- *বৈষম্য থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার,*
- *ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিশুদের অধিকার,*
- *এবং বিবেকের প্রশ্নে অসম্মতি জানানোর অধিকার।*

ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার আরেকটি মূল উপাদান হচ্ছে কীভাবে ও কখন এই অধিকারের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সে বিষয়ক নিয়মকানুন।

ওয়েবসাইটে আপনি এই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে একটি ভিডিওচিত্র পাবেন, যেখানে বাস্তব জীবনে এই অধিকারগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮